দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

পিলখানার আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকের পরীক্ষা স্থগিত

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

বিডিআর সদর দফতরে টানা দ্বিতীয়দিনের গুলিবর্ষণের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা কলেজসহ পিলখানার আশপাশের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ছাত্র-ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চরম আতংকে রয়েছেন। ভীতিকর পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় অবস্থান নিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাসমূহ স্থগিত করা হয়েছে। মূলত মাইকিং-এ পিলখানার বাইরের তিন কিলোমিটার এলাকাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করার পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস ফাঁকা হতে শুরু হয়। তবে এ ঘোষণার বিষয়ে সরকারী কোন নির্দেশনা না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন কিছুই জানানো হয়নি। এ ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে তিনি ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে হলে থাকার জন্য আহবান জানান। অনেক শিক্ষক আবার এই ঘোষণাকে গুজব বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বিডিআরের বিদ্রোহী সদস্যদের প্রথমদিনের (বুধবার) সংঘর্ষের ঘটনায় সদর দফতরের পাশে অবস্থিত বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ছাত্রীদের বেগম রোকেয়া ও শামসুন নাহার হল এবং কবি সুফিয়া কামাল হলে নিরাপত্তার জন্য সরিয়ে নেয়া হয়। এর পরেও ছাত্রীরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ক্যাম্পাস ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে। পাশাপাশি ছেলেদের হলগুলোতেও একধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তারাও হল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নিয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের চরম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

ছেলেদের আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা জানান, বিডিআরের আশপাশের তিন কিলোমিটার এলাকাকে বিপজ্জনক ঘোষণার পর থেকে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ফলে আমরা উদ্বিগ্ন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি।

পিলখানার পাশে অবস্থিত ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের আতংক বিরাজ করছে। দুপুর সোয়া ১টার দিকে বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ঘটনায় কলেজের ছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। তারা অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ইডেন কলেজের বাংলা ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী শারমীন খাতুন বলেন, দুপুরে হঠাৎ গুলির শব্দে ছাত্রীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। ছাত্রীরা অসহায় বোধ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ ও আজিমপুরের অনেক অনাবাসিক ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান করে থাকে। এসব শিক্ষার্থীও আতংকের ভিতরে রয়েছে। তারাও দ্রুত আবাসিক এলাকা ত্যাগ করেছে।

অন্যদিকে বিডিআরের সদর দফতরে গোলাগুলির ঘটনায় আজ শুক্রবার অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা ও নির্ধারিত অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় মানবিক শাখার পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষা আগামী ১লা মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও আজ শুক্রবার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এইচএসসি, বিএ/বিএসএস, এমএড, এমবিএ,সিমবা, সিমপা পরীক্ষা, প্রাইম ইউনিভার্সিটির এলএলবি(প্রিলিমিনারী ও ফাইনাল), এলএলএম এবং এমবিএ প্রোগ্রামের ও আগামীকালকের পরীক্ষা স্থগিত করে আগামী ১২ ও ১৩ মার্চ নির্ধারণ করা, ন্যাশনাল কলেজ এর ভূগ শাখার শিক্ষা সফর, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এবং কলেজের পূর্ব নির্ধারিত পুনর্মিলনী, ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি (বিআরসি) এর তত্ত্বাবধানে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড ও কর্মসংস্থান ব্যাংকে সিনিয়র 'এ্যানালিস্ট' পদের পরীক্ষা, অনুসন্ধিৎসু চক্রের জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন, খেলাঘরের জাতীয় পরিষদের সভা, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির মহানগর দিবস-২০০৯, ছায়ানটের সেতারের শিক্ষক শেখ জহুরে মোহাম্মদের চিকিৎসা সাহায্যার্থে অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডো এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) বনভোজন, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) দুইদিনব্যাপী জাতীয় শিশু ... বিসমো কোসেই-কাই'র পারিবারিক বিষয়ক আলোচনা সভা, ওয়েকআপ শিশু পরিবেশ উৎসব-২০০৯ স্থগিত ... আগামীকাল শনিবার বৃহত্তর ... বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানও স্থগিত ...